প্রশ্ন ৬৬। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে কি জান?

অথবা, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের মৌর্যবংশ নাম হয় কেন? [ক. বি. ১৯৯১]

অথবা, 'মৌর্য' শব্দের উৎপত্তির দুটি মতবাদ উল্লেখ কর। [ত্রি. বি. ১৯৯০]

উত্তর। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ-পরিচয় নানা পরস্পরবিরোধী মতামতে পরিপূর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। গ্রীক ঐতিহাসিক জাস্টিনের মতে চন্দ্রগুপ্ত নীচ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু কিংবদন্তীতে তাঁকে শূদ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মাতা অথবা পিতামহী 'মুরা' শেষ নন্দরাজের দাসী ছিলেন। অন্য এক প্রবাদ অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত। বৌদ্ধ লেখকগণ চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করেছেন। আবার জৈন ধর্মগ্রন্থে মৌর্যদের 'ময়ূর পোষক' গ্রামের প্রধান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পরস্পরবিরোধী মতামত থেকে মৌর্যদের সঠিক বংশ-পরিচয় নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে চন্দ্রগুপ্ত যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তা পরোক্ষভাবে সেলুকাসের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ৬৭। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ও কোথায় দেহত্যাগ করেন?

উত্তর। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নেপালের তরাই অঞ্চলের কোন এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জৈন মত অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় অনশনে দেহত্যাগ করেন।

প্রশ্ন ৬৮। সেলুকসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

উত্তর। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি সেলুকস ব্যাবিলনের শাসক হন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে ব্যাক্ট্রিয়া জয় করে ভারতে গ্রীক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রমের নিকট তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তিনি এক চুক্তি করতে বাধ্য হন। এই চুক্তির শর্তানুসারে তিনি চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্তান ছেড়ে দেন। পরিবর্তে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে পাঁচশত হাতি উপঢৌকন দেন। সেলুকস-এর পরিবারের কোন কন্যাকে হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা তাঁর পুত্র বিন্দুসার বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে গ্রীকদের দ্বারা ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোপ পায়। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থেনিস নামে এক ব্যক্তিকে দূতরূপে পাঠান।

প্রশ্ন ৬৯। মেগাস্থেনিস কে ছিলেন? তাঁর গ্রন্থখানির নাম কি? উহা কোন্ সম্রাটের রাজত্বকালের ওপর আলোকপাত করে? [ক. বি. ১৯৮২ ; বিদ্যা. বি. ১৯৯২]

অথবা, 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থের লেখক কে ছিলেন? কার রাজত্বকালে তিনি ভারতে এসেছিলেন?

Scanned with CamScanner

উত্তর। মেগাস্থেনিস ছিলেন গ্রীক রাজা সেলুকাস-কর্তৃক প্রেরিত চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক দূত। তিনি ভারতে অবস্থানকালীন সময়ের বিবরণ লিখেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থখানির নাম 'ইণ্ডিকা'। এই গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৭০। মৌর্য শাসনব্যবস্থায় কয়শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়?

উত্তর। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা যথাক্রমে হলেন মন্ত্রী, অমাত্য, অধ্যক্ষ, সেনাপতি, সমাহর্তৃ, সন্নিধাতৃ, যুত, মহামাত্র, রাজুক, প্রাদেশিক, প্রতিবেদক ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৭১। মৌর্য বংশের ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে 'অর্থশাস্ত্রে'র গুরুত্ব কি? [ক. বি. ১৯৯৪]

অথবা, অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কে? এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি? [বিদ্যা. বি. ১৯৯১, '৯৬ ক. বি. '৮৮]

উত্তর। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী চাণক্য একই ব্যক্তি। চাণক্য বা কৌটিল্য যে অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেন তাতে মৌর্য রাজত্বের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। প্রধানত এই কারণেই 'অর্থশাস্ত্র' মৌর্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ৭২। মেগাস্থেনিস ভারতীয় জনসমাজকে কয়ভাগে বিভক্ত দেখেছিলেন?

উত্তর। মেগাস্থেনিস ভারতীয় সমাজকে সাতটি ভাগে বিভক্ত দেখেছিলেন। এই সাতটি ভাগ হল যথাক্রমে (১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) শিকারী ও পশুপালক, (৪) কারুশিল্পী, (৫) সৈনিক, (৬) পরিদর্শক ও (৭) অমাত্য।

প্রশ্ন ৭৩। মৌর্য রাজাদের মধ্যে কে 'অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করেন? তাঁর সাথে সিরিয়া ও মিশরের গ্রীক রাজাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? [ক. বি. ১৯৮৪ ;বিদ্যা বি. ১৯৮৮, ৯২]

উত্তর। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করে 'অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্র বিষয়ে বিন্দুসার গ্রীকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। তিনি দেমাকস নামে এক গ্রীক দূতকে রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন এবং সিরিয়ার রাজা প্রথম এন্তিয়োকের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করেন।

প্রশ্ন ৭৪। মৌর্য যুগে ভারতের কোন্ অঞ্চলে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল? সম্রাট অশোক কখন এই রাজ্য জয় করেন? [ক. বি. ১৯৮২]

উত্তর। মৌর্য যুগে কলিঙ্গ রাজ্যটি বর্তমান ভারতের উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। সম্রাট অশোক রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পরে আনুমানিক ২৬১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন।

Scanned with CamScanner